বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

(২০২১ ইং সনের ১০৯নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, শারীরিক উপস্থিতি ব্যাতিরেকে আগামী ১৩ই জুন, ২০২১ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে পরবর্তি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত -"আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন,২০২০ (১১নং আইন, ২০২০)" এবং অত্র কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত "প্রাকটিস ডাইরেকশন" অনুসরন করতঃ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বেঞ্চ সমূহ গঠন করা হইল ঃ

১। বিচারপতি এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান

এবং

বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং আইন ও আগাম জামিনের আবেদনপত্র ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, সপ্তাহে তিন দিন মোশন এবং দুই দিন শুনানী গ্রহন করিবেন।

২। বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩। বিচারপতি মামনুন রহমান

এবং

বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানি লন্ডারিং আইনের আওতাধীন বিষয়াদি ব্যতীত সকল প্রকার রীট শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপত্র** এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেবন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৪। বিচারপতি এ. কে. এম. আবদুল হাকিম

এবং

বিচারপতি ফাতেমা নজীব

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং আইন ও আগাম জামিনের আবেদনপত্র ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল

জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।
উল্লেখ্য যে, সপ্তাহে তিন দিন মোশন এবং দুই দিন শুনানী গ্রহন করিবেন।

৫। বিচারপতি বোরহান উদ্দিন

এবং

বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত রীট মোশন; শুনানীর জন্য ঐ সকল রীট বিষয়াদি; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সকল বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, সপ্তাহে তিন দিন মোশন এবং দুই দিন শুনানী গ্রহন করিবেন।

৬। বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম

এবং

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত রীট ও ফৌজদারী মোশন এবং সকল প্রকার রীট মোশন গ্রহন করিবেন; রিভিশন মোকদ্দমা, মঞ্জুরকৃত আপীল ও আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; আগাম জামিনের আবেদনপত্র ব্যতীত ও উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। যেকোন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদেয় রুল ও অন্তর্বর্তীকালীন যেকোন আদেশ/রায় সংশোধনীর আবেদনপত্রও গ্রহণ করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।
উল্লেখ্য যে, সপ্তাহে তিন দিন মোশন এবং দুই দিন শুনানী গ্রহন করিবেন।

৭। বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ৪১ রুল ১১ অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৮। বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস

এবং

বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬,০০,০০০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন ।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৯। বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

এবং

বিচারপতি এস, এম, মজিবুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং আগাম জামিনের আবেদনপত্র ব্যাতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং আইন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংক্রান্ত সকল প্রকার ফৌজদারী ও রীট মোশন, রিভিশন মোকদ্দমা, মঞ্জুরীকৃত আপীল ও আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন ।

১০। বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান

এবং

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট, দেউলিয়া বিষয়াদি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন হইতে উদ্ভুত রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

১১। বিচারপতি মোঃ সেলিম

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং **একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা, রায়, আদেশ হইতে উদ্ভুত সকল প্রকারের মোশন ও তদসংক্রান্ত শুনানী;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ১০/০৬/২০২১ইং।

প্রচারের জন্য ঃ-

১ । বিচারপতি এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান

২ । বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মাদ জিয়াউল করিম

৩। বিচারপতি মামনুন রহমান

৪। বিচারপতি এ, কে, এম, আব্দুল হাকিম

৫। বিচারপতি বোরহান উদ্দিন

৬। বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম

৭। বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর

৮। বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস

৯। বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

১০। বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান

১২। বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দ

১১। বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ

১২। বিচারপতি এস, এম, মজিবুর রহমান

১৩। বিচারপতি মোঃ সেলিম

১৪। বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

১৫। বিচারপতি ফাতেমা নজীব

১৬। বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর

১৭। বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

১৮। বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

১৯। বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন